তথ্য সহযোগিতার ২৫ বছর

তথ্য সহযোগিতার ২৫ বছর

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

25 Years of Information Services

তথ্য সহযোগিতায় ২৫ বছর

Editing :
Kazi Ali Reza

Assisted by :
M Moniruzzaman

Published by :
UN Information Centre
Dhaka, Bangladesh

Published in :
December 2006

United Nations Information Centre
Dhaka, Bangladesh
e-mail : info.unic@undp.org
web : www.unicdhaka.org
Tel : 8118600, 8117868

সূচিপত্র

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র : তথ্য সহযোগিতার ২৫ বছর	৫
গ্রন্থগার সেবা	৬
বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	৮
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ	১০
বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা	১১
জাতিসংঘের সংস্কার	১৭
Security Council reform : models A and B	১৮
জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ	১৯
জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশন	২০
জাতিসংঘ : ৬০ বছরে ৬০ অর্জন	২১
জাতিসংঘের জন্ম	২২
জাতিসংঘ ও নোবেল শান্তি পুরস্কার	২৪
জাতিসংঘ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর :	২৫
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্) ঃ	২৮
পরিশিষ্ট ১ : জাতিসংঘ আহুত সম্মেলন	২৯
পরিশিষ্ট ২ : মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্র	২৯
পরিশিষ্ট ৩ : জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশ	৩৪
পরিশিষ্ট ৪ : জাতিসংঘের বিভিন্ন চুক্তিতে বাংলাদেশ	৩৫
পরিশিষ্ট ৫ : অন্যান্য বহুপাক্ষিক চুক্তিতে বাংলাদেশ	৪০
বাংলাদেশে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চুক্তি সাক্ষর	৪২
জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ	৪৩
তথ্য কেন্দ্রের প্রকাশনা	৪৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র : তথ্য সহযোগিতার ২৫ বছর

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশে জাতিসংঘের বহুমুখী তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রসারের কাজে নিয়োজিত। এরই প্রধান অংশ হচ্ছে জাতিসংঘ তথ্যায়ন বা ডকুমেন্টেশন-সমৃদ্ধ একটি রেফারেন্স গ্রন্থাগার। বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের ৭০টিরও বেশি তথ্য নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

- জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে বাংলাদেশের ওয়াকিবহাল জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তা দান। এ লক্ষ্যে বিশ্বসংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলি সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যাদি স্থানীয় প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, গবেষক, বেসরকারি সংস্থা, ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণকে সরবরাহ করা;
- জাতিসংঘের জন্য তথ্য আদান-প্রদানের স্থানীয় চ্যানেল হিসেবে কাজ করা;
- গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজের জন্য সংবাদমাধ্যম, পেশাগত সংস্থা, সরকারি তথ্যব্যবস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা;
- সাংবাদিক সম্মেলন, সেমিনার ও প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘের তৎপরতা তুলে ধরা;
- জাতিসংঘের দলিল ও পুস্তকাদি স্থানীয় ভাষা বাংলায় অনুবাদ করা ও প্রতি মাসে বুলেটিন বা নিউজলেটার প্রকাশ করা;
- মানব উন্নয়ন রিপোর্টের মতো জাতিসংঘ ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক রিপোর্টগুলো উদ্বোধন;
- ইউএনডিপি, অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সির তথ্য প্রচারের তৎপরতাকে সহায়তা দান এবং জাতিসংঘ পরিবারের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- জাতিসংঘের নির্দেশিত দিবসগুলো উদ্‌যাপনের ব্যাপারে সরকারি বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দান;
- সংবাদপত্রে সংবাদাদি প্রেরণ, প্রকাশনা, অডিও-ভিজ্যুয়াল এইড ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগসহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক ও তথ্য পরিষেবা প্রদান;
- স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জাতিসংঘ সংবাদ প্রচার সম্পর্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের কাছে রিপোর্ট পেশ;
- সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অফিসগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতিসংঘের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ও বিশেষ ঘটনাগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা ও কার্যসূচি প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদানের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- বাংলাদেশ সফরকালে উর্ধ্বতন জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের জন্য প্রটোকলের দায়িত্ব পালন।

ম্যান্ডেট অনুযায়ী তথ্য কেন্দ্রটির কাজ হচ্ছে :

- জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে বাংলাদেশের ওয়াকিবহাল জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তা দান। এই লক্ষ্যে বিশ্বসংস্থার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলি সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যাদি স্থানীয় প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, গবেষক, বেসরকারি সংস্থা, ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণকে সরবরাহ করা;
- জাতিসংঘের জন্য তথ্য আদান-প্রদানের স্থানীয় চ্যানেল হিসেবে কাজ করা;
- গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজের জন্য সংবাদমাধ্যম, পেশাগত সংস্থা, সরকারি তথ্যব্যবস্থা, বেসকারি সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা;
- সাংবাদিক সম্মেলন, সেমিনার ও প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘের তৎপরতা তুলে ধরা;
- জাতিসংঘের দলিল ও পুস্তকাদি স্থানীয় ভাষা বাংলায় অনুবাদ করা এবং প্রতি মাসে বুলেটিন বা নিউজলেটার প্রকাশ করা;
- মানব উন্নয়ন রিপোর্টের মতো জাতিসংঘ ব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক রিপোর্টগুলো উদ্বোধন;
- ইউএনডিপি, অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সির তথ্য প্রচারের তৎপরতাকে সহায়তা দান এবং জাতিসংঘ পরিবারের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন;

- জাতিসংঘের নির্দেশিত দিবসগুলো উদ্‌যাপনের ব্যাপারে সরকারি বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দান;
- সংবাদপত্রে সংবাদাদি প্রেরণ, প্রকাশনা, অডিও-ভিজ্যুয়াল এইড ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগসহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক ও তথ্য পরিষেবা প্রদান;
- স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জাতিসংঘ সংবাদ প্রচার সম্পর্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের কাছে রিপোর্ট পেশ;
- সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অফিসগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতিসংঘের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ও বিশেষ ঘটনাগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা ও কার্যসূচি প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদানের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রটোকলের দায়িত্ব পালন।

উক্ত ম্যান্ডেটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইউনিক ঢাকা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য, কার্যাবলি ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে সম্যক অবহিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়নে অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতা, ব্যাপক যোগাযোগ ও কর্মতৎপরতা এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

গ্রন্থাগার সেবা

তথ্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগার : পরিষেবার সম্প্রসারণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত তথ্যের একটা প্রধান উৎস হলো ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগার। এটি উপাত্ত, দলিলাদি, সংবাদ বুলেটিন বা নিউজলেটার, প্রচারপত্র, পোস্টার, পুস্তক, অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ডার ও ফিল্মের মাধ্যমে জাতিসংঘবিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গগুলোর সরকারি কার্যবিবরণী এবং কিছুসংখ্যক জাতিসংঘ সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সির মূল নথিপত্র। জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধান বিভাগগুলো দ্বারা প্রস্তুত ও সদর দফতরের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রেরিত সর্বশেষ তথ্যায়নের দ্বারা গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে প্রতিনিয়ত আধুনিকীকরণ করা হয়ে থাকে।

এটি একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার, জনসাধারণ এতে সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং এখানে কাজ করার মতো যথেষ্ট স্থান ও সুযোগ রয়েছে। অবশ্য শুধু রেফারেন্সের জন্য জনগণ গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারে।

গ্রন্থাগারের প্রধান সম্পদ :

- সাধারণ পরিষদের ধারাবিবরণী, সিদ্ধান্ত, রিপোর্ট ও দলিলাদি;
- নিরাপত্তা পরিষদের ধারাবিবরণী, সিদ্ধান্ত, রিপোর্ট ও দলিলাদি;
- জাতিসংঘের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন এবং জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান;
- জাতিসংঘের প্রধান প্রকাশনাগুলো– যার মধ্যে রয়েছে শান্তিরক্ষা তৎপরতা (ব্লু বুক সিরিজ), নারী ও মানবাধিকারবিষয়ক পুস্তাকাদি;
- প্রধান জাতিসংঘ রিপোর্টগুলো– যার মধ্যে রয়েছে মানব উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক আইন কমিশন, বিশ্ব বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষা, ইউএনডিপি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউনেস্কোর প্রকাশনা; জনসাধারণের জন্য জাতিসংঘ প্রকাশনা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত নিউজলেটার (বাংলায়) এবং জাতিসংঘ সম্পর্কিত পুস্তক, দলিল, অবাঁধাই পুস্তিকা ও পোস্টার;
- জাতিসংঘ ও সংস্থাটির তৎপরতা সম্পর্কিত ভিডিও ফিল্ম/প্রামাণ্য চলচ্চিত্র;
- বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পরিষেবা যথা অপটিক্যাল ডিস্ক সিস্টেম– যার সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দফতরের অনলাইন যোগাযোগ থাকায় জাতিসংঘ দলিলাদি সহজেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সিডি রমের সাহায্যে ইউএন বিআইএস-এর মতো পরিষেবা এখান থেকে পাওয়া যায়।

কয়েক বছর যাবৎ তথ্য কেন্দ্রটি এর গ্রন্থাগার পরিষেবা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সম্প্রসারণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আসছে। উন্নত দেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে যার দ্বারা দেশে অথবা দেশের একটি বিরাট অঞ্চলের আগ্রহী পাঠক নিমেষেই জানতে পারেন যে কোথায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে এমনকি রাজধানীতে এ ব্যবস্থাটি এখনো প্রবর্তিত হয়নি। কিন্তু কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের যুগে এটি যে কত বেশি প্রয়োজনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ উদ্দেশ্যেই ২০০১ সালে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ওয়েবসাইট ও বাংলায় ইউনিক হোমপেইজ-এর অনলাইন প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক (UN L-Net BD)

২০০২ সালের মার্চে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (UNIC) লাইব্রেরির উদ্যোগে বাংলাদেশে জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক (UN L-Net BD) নামে একটি লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ২০টি বড় ধরনের লাইব্রেরি নিয়ে নেটওয়ার্কটি গঠিত হয়।

জাতিসংঘ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যসমূহ :

এই নেটওয়ার্কের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন লাইব্রেরি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একাডেমিসমূহের মাঝে জাতিসংঘ তথ্যসম্পদ বিতরণ ও আদান-প্রদান করা এবং সদস্য লাইব্রেরিগুলোর মাঝে নেটওয়ার্কভুক্ত সংস্থার প্রকাশনাসমূহ বিনিময় করা। অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহের লাইব্রেরিগুলো নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো;

১. জাতিসংঘ সম্পদসমূহ, যেমন– বই, দলিলাদি, প্রতিবেদন, অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সদস্য সংস্থাগুলোর মাঝে বিতরণ করা;

২. পুস্তক-বিবরণী ও ইন্টারনেট সেবার মাধ্যমে ইউনিক-এ প্রাপ্য জাতিসংঘ সম্পদসমূহের পাশাপাশি সদস্য সংস্থাগুলোর সম্পদও বিনিময় করা;

৩. সদস্যসমূহের মাঝে একটি আন্তঃলাইব্রেরি প্রকাশনা বিনিময় ও ধার প্রদান কর্মসূচি চালু করা;

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে জাতিসংঘ প্রকাশনাসমূহ বিতরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একাডেমিসমূহকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নিয়ে আসা;

৫. ঢাকাস্থ বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থা প্রস্তুতকৃত বাছাই করা তথ্য উপকরণসমূহ বিতরণের একটি ক্লিয়ারিং হাউস হিসেবে ইউনিক লাইব্রেরিকে গঠিত করা;

৬. স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বাংলা প্রকাশনাসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিনিময় করা এবং পরবর্তী চাহিদা নির্ধারণে আলোচনা করা;

৭. নিয়মিতভাবে নেটওয়ার্কভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সভার আয়োজন করা।

এই নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব ইউনিকের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ানকে নিয়ে নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০০২ সালের এপ্রিলে কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয় যে, নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় অংশ ও সচিবালয় হিসেবে ইউনিক লাইব্রেরি স্থানীয় জাতিসংঘ সংস্থাসমূহকে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও মুদ্রিত অক্ষরে তথ্য উপকরণসমূহ বিতরণের কাজটি সমন্বয় করবে। সদস্য সংস্থাসমূহের তথ্য উপকরণসমূহ ও সদস্য লাইব্রেরিসমূহের মাঝে আদান-প্রদান করা হবে। সদস্যসমূহের বিবরণী, সদস্য সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর ঠিকানাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইউনিক ওয়েবসাইট মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত নেটওয়ার্ক থেকে পাঁচটি ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ
১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষণ
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি
জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস এ করিম।

বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি
ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৯ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৭ জুন IMF-এর সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালের ২২ জুন।

IBRD-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ IBRD-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই।

পর্যবেক্ষকের সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর জাতিসংঘে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে।

ইউনেস্কো (UNESCO)-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর ইউনেস্কো (UNESCO)-এর সদস্যপদ লাভ করে।

GATT-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ৯ নভেম্বর GATT-এর সদস্যপদ লাভ করে।

ICAO-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ICAO-এর সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সদস্যপদ
বাংলাদেশ FAO-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৩ সালের ১২ নভেম্বর।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ
১৯৭৯-১৯৮০ সালে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এরপর ২০০০-২০০১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যপদ লাভ

বাংলাদেশ ১৯৭৬-৭৮; ১৯৮১-৮৩; ১৯৮৫-৮৭; ১৯৯২-৯৪; ১৯৯৬-৯৮ এবং ২০০৪-২০০৬ মেয়াদের সদস্যপদ লাভ করে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি

জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ

জাতিসংঘ বাজেটে বাংলাদেশের চাঁদার হার .০১ শতাংশ।

জাতিসংঘের উচ্চপদে বাংলাদেশী

- জনাব আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী বর্তমানে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং অফিস ফর দি LDCs, LLDCs and SIDs-এর হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কর্মরত আছেন।
- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে দায়িত্ব পালন করেন।
- জনাব এস এ এম এস কিবরিয়া ESCAP-এর নির্বাহী সচিব (Under-Secretary General-এর পদমর্যাদায়) হিসেবে ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- বিচারপতি টি এইচ খান International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- মেজর জেনারেল মো: আব্দুস সালাম মোজাম্বিকে UN Peace-keeping Mission-এর Commander হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- লে. জেনারেল হারুন-উর-রশীদ জর্জিয়ায় চিফ মিলিটারি অবজারভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- মেজর জেনারেল ফজলে এলাহী আকবর বর্তমানে সুদানে ফোর্স কমান্ডার হিসেবে কর্মরত আছেন।
- মিসেস সালমা খান CEDAW-এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি চার বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনির্বাচিত হন।

জাতিসংঘ ও এর অন্যান্য অঙ্গসংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ

৫৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ : বাংলাদেশ ৫৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) : ২০০৩ সালে বাংলাদেশ UNEP -এর পরিচালনা পরিষদে ২০০৪-২০০৭ মেয়াদের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার কমিটি : বাংলাদেশ এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কমিশন ব্যুরো : বাংলাদেশ এই সংস্থায় ৩৭তম সেশনের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়েছে।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) : বাংলাদেশ এই সংস্থার ২০০৪-২০০৬ মেয়াদের একটি সদস্য হিসেবে ২০০৩ সালে নির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘ তথ্য কমিটি : রাষ্ট্রদূত ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী ২০০৩ সালের এপ্রিলে এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কমিটি : মিসেস সালমা খান এই কমিটিতে ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া চার বছর মেয়াদের জন্য সদস্য নির্বাচিত হন।

UNESCO নির্বাহী বোর্ড : বাংলাদেশ ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে ২০০৩ সালের ১০ অক্টোবর চার বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়।

মানব বসতি কমিশন (HABITAT) : ২০০৪ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাংগঠনিক সেশনে বাংলাদেশ এই কমিশনে চার বছর মেয়াদকালের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়। এর মেয়াদ শুরু হয় ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

সামাজিক উন্নয়ন কমিশন : ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শুরু চার বছর মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ এই কমিশনে পুনঃনির্বাচিত হয়।

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন : ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন সম্মেলনে বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০৪ মেয়াদের জন্য প্রশাসনিক কাউন্সিল এবং ডাক পরিচালনা কাউন্সিল উভয়ের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশন : রাষ্ট্রদূত সি এম শফি সামি ICSC-এর চার বছর মেয়াদি সদস্য হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন, যার মেয়াদ শুরু হয় ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে। বাংলাদেশ ১৯৯৭-২০০০ মেয়াদেও এর সদস্য ছিল।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কমিশন : বাংলাদেশ এই সংস্থায় চার বছর মেয়াদের জন্য সদস্য হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়, যা শুরু হয় ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

জাতিসংঘ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিশন : বাংলাদেশ এই সংস্থায় চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়, যার কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

UNICEF-এর নির্বাহী বোর্ড : বাংলাদেশ ২০০৪-২০০৬ মেয়াদে বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা পরিষদ : বাংলাদেশ ২০০৫-২০০৭ সালের জন্য এই পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় বাংলাদেশের বর্তমান সদস্যপদের তালিকা পরিশিষ্টতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ

১৯৮৮ সালে UNIMOF-এ যোগদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ শুরু। জাতিসংঘ পরিচালিত মোট ৬১টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩১টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বর্তমানে চালু ১৬টি কার্যক্রমের মধ্যে ১১টিতে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে শান্তিরক্ষীর সংখ্যা মোট ৭৭,০০২। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৯,৫০৫ জন শান্তিসেনা বিভিন্ন মিশনে কর্মরত আছেন। এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশনে সফলতার সাথে কর্তব্য পালন শেষে ৩৩,৯৬৯ জন সেনাসদস্য দেশে ফিরে এসেছেন। এই মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ৮০ জন শান্তিসেনা প্রাণ হারিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আগত শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মাঝে HIV/AIDS সংক্রমণ যেখানে ৫ থেকে ৭ শতাংশ, সেখানে '৮৮ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র ৩।

বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা

১৯৭১ সাল থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ কার্যক্রমের লক্ষ্যবিন্দু। এ দেশের মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক তৎপরতা শুরু করে। গঠিত হয় UNROD নামে জাতিসংঘ ত্রাণতৎপরতা, যা পরে UNROB বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দপ্তর নামে পরিচিত হয়। UNROD-এর ত্রাণতৎপরতা সমাপ্তির পৌনে এক বছরের মধ্যেই জাতি হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

সরকার ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ১১টি মিশন– UNDP, WFP, UNFPA, UNICEF, WHO, FAO, ILO, UNHCR, UNESCO, World Bank, IMF বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছে। এ ছাড়া জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে UNIC।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭২

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : গণতান্ত্রিক শাসন, পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সংকট প্রতিরোধ।

ইউএনডিপি জাতিসংঘের উন্নয়ন নেটওয়ার্ক, যা ১৩০টিরও অধিক দেশে বিস্তৃত। এটি বিভিন্ন দেশের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সম্পদের মাঝে সংযোগ ঘটায়।

১৯৭৩ সালে এই কর্মসূচি বাংলাদেশে কাজ শুরু করার পর থেকে ইউএনডিপির প্রধান কাজ হলো জনগণের চাহিদা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের ওপর ভিত্তি করে– যাতে জনগণ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন হয় তা নিশ্চিত করা। ইউএনডিপির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে উপদেশ, নীতি, পরামর্শ এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ ইউএনডিএএফ ২০০৬-২০১০ কাঠামোর অধীনে বাংলাদেশের স্থানীয় কর্মসূচি ২০০৬-২০১০ পিআরএসপি, জাতিসংঘের সাধারণ দেশীয় মূল্যায়ন (সিসিএ) এবং বাংলাদেশের প্রথম এমডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০০৫-কে বিবেচনায় রেখে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়।

ইউএনডিপির ম্যান্ডেট ও তুলনামূলক সুবিধা এবং জাতীয় অগ্রাধিকার ও ইউএনডিএএফ ফলাফলের মধ্যে যেখানে সমন্বয় ঘটেছে, সেখানে এই স্থানীয় কর্মসূচি পাঁচটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা হয়। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো : গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকার, টেকসই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা; অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন; সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপন্নতা হ্রাস করা এবং জেন্ডার সমতা ও নারী উন্নয়ন।

ইউএনডিপির উন্নয়ন কৌশল সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও স্থানীয় উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ তৈরির সাথে এবং জাতীয় নীতি সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে। সরকারের একজন নিরপেক্ষ ও বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে ইউএনডিপি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্পর্শকাতর উন্নয়ন ক্ষেত্রগুলোর জন্য সফলভাবে সম্পদ ব্যবহার ও দাতা সহায়তার সমন্বয়সাধনে সক্ষম।

জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭৪

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতি।

বিশ্ব থেকে ক্ষুধা দূরীকরণে জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা হিসেবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) কাজ করে। বিশ্বে প্রতি সাতজনে একজন অনাহারে রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে ডব্লিউএফপি সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

তিন বছরের একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হিসেবে ডব্লিউএফপি ১৯৬৩ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করার কথা ছিল কিন্তু ইরানে ভূমিকম্প, থাইল্যান্ডে হারিকেন ও নতুন স্বধীন দেশ আলজেরিয়ায় ৫০ লাখ শরণার্থীর প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বেশ কয়েক মাস আগেই কাজ শুরু করে। খাদ্য সাহায্য জরুরি হয়ে পড়ে এবং ডব্লিউএফপি সাহায্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে ডব্লিউএফপি কার্যক্রম শুরু করে যখন রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের জন্য দ্রুত ও কার্যকর মানবিক সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে ডব্লিউএফপি এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপন্নতার বিরুদ্ধে তার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ডব্লিউএফপি অবিরাম তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সংস্থাটির বর্তমান দেশীয় কর্মসূচিতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ তৈরি ও দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য দ্বিমুখী কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিসংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব মূলধনে বিনিয়োগ, টেকসই জীবিকা উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস এবং বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোকে সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণে সহায়তা করা এই কর্মসূচির কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

ডব্লিউএফপির বিভিন্ন খাদ্য কর্মসূচি থেকে প্রতি বছর মোট প্রায় ৪০ লাখ চরম দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়। এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিপন্ন গোষ্ঠীর উন্নয়ন (আটা ফর্টিফিকেশন প্রজেক্ট), সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষার জন্য পুষ্টি (স্কুলে খাওয়ানো) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ অভিযান। আগামী বছরগুলোতে ডাব্লিউএফপির তিরিশ বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নীতি ও পরিকল্পনার উন্নয়ন ঘটাবে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ২০০০

১৯৬৯ সালে ইউএনএফপিএ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জনসংখ্যা কর্মসূচি উন্নয়নে জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের জন্য ইউএনএফপিএকে দায়িত্ব দেয়। এই ম্যান্ডেটের ওপর ভিত্তি করে ইউএনএফপিএ জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন (আইসিপিডি) বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইউএনএফপিএ পরিবার পরিকল্পনা, যৌনস্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কৌশল ও অ্যাডভোকেসিসহ প্রজনন স্বাস্থ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

মাতৃমৃত্যু, অসুস্থতা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ কমাতে জন্মবিরতিকরণ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল পর্যায়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনমান উন্নয়ন করাই ইউএনএফপিএ'র প্রধান লক্ষ্য। ১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশে ইউএনএফপিএ কাজ শুরু করে।

প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশুর একটি সুস্থ জীবন ও সমান সুযোগ উপভোগের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে ইউএনএফপিএ। দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য প্রতিটি গর্ভধারণ যাতে প্রত্যাশিত হয়, প্রতিটি জন্ম যাতে নিরাপদ হয়, প্রতিটি তরুণ যাতে এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকে এবং প্রতিটি মেয়েশিশু ও নারীকে যাতে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দেখা হয় তা নিশ্চিত করতে নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নে জনসংখ্যা উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউএনএফপিএ রাষ্ট্রসমূহকে সহায়তা দান করে।

ইউএনএফপিএ'র স্থানীয় কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখা এবং এর মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের পথে এগিয়ে যাওয়া। ওপরে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে সপ্তম বাংলাদেশ স্থানীয় কর্মসূচি ২০০৬-২০১০-এ কৌশলগত লক্ষ্য হলো তরুণ প্রজন্ম, জেন্ডার ন্যায্যতা ও সমতা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের ওপর গুরুত্ব আরোপসহ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে অনাহার ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ইউনিসেফের ম্যান্ডেট ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে এবং ১৯৫৯ সাল নাগাদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয় ও উন্নত পুষ্টিলাভে সারা বিশ্বের শিশুদের অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করে কিন্তু অনেক শিশুই তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা যায়। কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে ইউনিসেফের কর্মসূচিগুলো এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে এবং শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। ১৯৮১ সালে যেখানে জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশু মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১১১ জন, সেখানে ২০০২ সালে তা নেমে এসেছে ৫৩-তে। একই সময়ে জীবিত জন্মগ্রহণকারী পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২১২ থেকে ৭৬-এ হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) এবং নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য নির্মূল (সিডো) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তাই দেশটি শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষায় এবং শিশু ও নারীদের জীবন পরিবর্তনে সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইউনিসেফ স্থানীয় কর্মসূচি ২০০৬-২০১০ ইউএনডিএএফ কাঠামোর আওতায় সিআরসি, সিডো এবং এমডিজি-কে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে। ইউনিসেফ স্থানীয় কর্মসূচির মাধ্যমে কৌশলগত কাঠামোর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ছোট শিশুদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ; মৌলিক শিক্ষা ও জেন্ডার; এইচআইভি/এইডস ও শিশু; শিশুদের সুরক্ষা (সহিংসতা, নিপীড়ন ও প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করা); শিশু অধিকারের পক্ষে নীতিবিষয়ক প্রচার ও অংশীদারিত্ব তৈরি।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) : বাংলাদেশ ইউনিসেফের কার্যক্রম বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো- মেয়ে শিক্ষা, মীনা ইনিশিয়েটিভ, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প, CHT প্রকল্প, নগর এলাকায় মৌলিক সেবা কার্যক্রম এবং যোগাযোগ ও তথ্য কার্যক্রম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭২

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : স্বাস্থ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা। এটি ৭ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হু-এর সংবিধান অনুসারে এর লক্ষ্য হলো সবার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। সুস্বাস্থ্য বলতে এখানে শুধু ব্যাধি বা জ্বরা থেকে মুক্ত থাকা নয়, বরং পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ অবস্থাকে বোঝায়।

হু ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। হু বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যথা : অন্যান্যর মধ্যে স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। কারিগরি সহায়তা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামর্থ্য তৈরি এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সমান সুযোগ প্রদানসহ আরো বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

হু-এর কাজ বাংলাদেশ বিষয়ক স্থানীয় সহযোগিতা কৌশল (২০০৪-০৭)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটি বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখাই বাংলাদেশ সিসিএস-এর মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে হু-এর সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য সিসিএস নিম্নোক্ত কৌশলগত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে :

- ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য;
- দরিদ্রমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলায় জাতীয় নজরদারি ব্যবস্থা ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ;
- নারীদের বিশেষত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন;
- নতুন, আবির্ভূত হচ্ছে ও পুনরাবির্ভূত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- শিশু স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে এমন পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭৩

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডারকে মূল ধারায় আনা।

১৯৪৩ সালে ৪৪ জন সরকারপ্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় মিলিত হন এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) গঠনের অঙ্গীকার করেন। ১৯৪৫ সালে কানাডার কুইবেক শহরে ফাও সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে এবং ফাও জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইটালির রোমে এর সদর দফতর অবস্থিত। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১৮৭টি দেশ এ সংস্থার সদস্য। ৪৯টি সদস্যরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল তিন বছর মেয়াদে এ সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে ফাও উন্নয়নশীল ও ক্রান্তিকালীন দেশগুলোকে তাদের কৃষি, বন ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে সাহায্য করে। ফাও-এর সকল প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন। কর্মঠ ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার যাতে সবাই নিয়মিত খেতে পারে তা নিশ্চিত করাই ফাও-এর প্রচেষ্টার লক্ষ্য। ফাও-এর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, গ্রামীণ জনগণের জীবনমান বাড়ানো এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা (www.fao.org)।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ কর্মসূচি (এসপিএফএস), কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প কার্যক্রম, জরুরি প্রয়োজন, কম্যুনিটি পর্যায়ে হস্তক্ষেপ ও পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৭৩

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান নীতি, শ্রমিক প্রশাসন, শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্ক, কাজের শর্ত, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সমবায়, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রম পরিসংখ্যান, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে প্রথম জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর ম্যান্ডেট হলো সামাজিক ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানব ও শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে আইএলও-এর সমান অংশীদার হিসেবে শ্রমিক ও মালিক এবং পরিচালনা সংগঠনে সরকারকে নিয়ে গঠিত একটি অনন্য ত্রিপক্ষীয় কাঠামো রয়েছে। আইএলও-এর চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো : কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার উন্নয়ন ও আদায় করা; নারী ও পুরুষের জন্য সম্মানজনক চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করা; সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা; এবং ত্রিপক্ষ ও সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করা।

আইএলও মহাপরিচালকের ভাষায়, বর্তমানে আইএলও-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা, ন্যায্যতা, নিরাপত্তা ও মানুষের মর্যাদা রক্ষিত হয় এমন পরিবেশে নারী ও পুরুষের জন্য সম্মানজনক ও উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩০টি আন্তর্জাতিক শ্রম চুক্তি অনুমোদন করেছে। বর্তমানে এ দেশের জন্য আইএলও-এর উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে– আন্তর্জাতিক শ্রমমান বৃদ্ধি করা; সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের ওপর দৃষ্টি রেখে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে লড়াই করা; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিশেষত নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান উন্নয়ন; পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য; শিল্প সম্পর্ক ও কর্মস্থলের উন্নয়ন, শ্রমিক ও মালিকদের সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সম্মানজনক কাজের সুযোগ সৃষ্টি।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক দপ্তর (UNHCR)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৯২

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : শরণার্থীদের নিরাপত্তা

জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের দফতর (ইউএনএইচসিআর) ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার দায়িত্ব হলো শরণার্থীদের রক্ষার জন্য এবং সারা বিশ্বের শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান ও সমন্বয়সাধন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা ও তাদের কল্যাণ বিধান। শরণার্থীরা যাতে অন্য দেশের কাছে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং স্বেচ্ছায় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন, আশ্রয়দাতা দেশে বসবাস বা তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করে তা নিশ্চিত করতে ইউএনএইচসিআর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইউএনএইচসিআর ঢাকা ও কক্সবাজারে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঢাকায় অবস্থিত কার্যালয়ে সরকারের কর্তৃপক্ষের সাথে নীতিগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে এবং দাতা সম্প্রদায়, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ ও এনজিও অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। কক্সবাজারের কার্যালয় সাহায্য সুরক্ষা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী সহযোগীদের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরুর বছর : ১৯৯৬

যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে : শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানববিজ্ঞান এবং যোগাযোগ ও তথ্য।

ইউনেস্কো – জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে, ইউনেস্কো-এর ১৯০টি সদস্যরাষ্ট্র ও ছয়টি সহযোগী সদস্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। ইউনেস্কো বিভিন্ন উদ্ভূত নৈতিক ইস্যুতে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার গবেষণাগার ও মান নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এই সংস্থা তথ্য ও জ্ঞান বিতরণ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নিকাশালয় (ক্লিয়ারিং হাউজ) হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য তৈরিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে।

ইউনেস্কো ঢাকা কার্যালয় প্রধানত যেসব ক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিচালনা করে :

শিক্ষা

ইএফএ (সবার জন্য শিক্ষা) জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা, অতি শৈশব পরিচর্যা ও শিক্ষা (ইসিসিই), প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সিআরসি (কম্যুনিটি সম্পদ কেন্দ্র)-এর মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষায় আইসিটি-এর ব্যবহার, ক্ষমতায়নের জন্য স্বাক্ষরতা উদ্যোগ (এলআইএফই), এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (টিভিই) নীতি সংস্কারে সহায়তা প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান। সাক্ষরতা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার ও এনজিও কর্মীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি, ইএফএ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতি সংস্কার ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সরকারকে তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করতে মৌলিক শিক্ষা গবেষণা। গবেষক ফোরামের মাধ্যমে শিক্ষা গবেষণার সহায়তা প্রদান করা। প্রধান ইএফএ ইস্যুগুলোতে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে ই-৯ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

সংস্কৃতি

ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। বাউল, লালন, রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীতসহ সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি সমর্থন প্রদান; পাহাড়পুর, বাগেরহাট, মহাস্থানগড় ও সোনারগাঁওয়ের মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংরক্ষণে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

যোগাযোগ ও তথ্য

ইএফএ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝার জন্য গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ ও বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন করা; গণমাধ্যম ও আইসিটি (গণমাধ্যম সাক্ষরতা)-এর ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ; একটি সিএমসি (কম্যুনিটি মিডিয়া কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

অণুজীব বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন ও অণুজীব বিজ্ঞান সহযোগিতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

প্রকাশনা

মৌলিক শিক্ষার ওপর গবেষণা; ইংরেজি ও বাংলায় বাংলাদেশে শিক্ষা সাময়িকী (বছরে দুবার এগুলোর ওপর কাজ হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত এর ছয়টি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে); বাংলায় ইএফএ বিশ্ব নজরদারি প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত রূপ; বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস। বেশকিছুসংখ্যক ইউনেস্কো ও অন্যান্য প্রকাশনা তথ্য কেন্দ্রে (শীঘ্রই খুলবে) পাওয়া যায়।

জাতিসংঘ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর :

জাতিসংঘ কী?

জাতিসংঘ হলো স্বাধীন দেশসমূহের একটি অদ্বিতীয় সংগঠন, যেখানে এরা বিশ্বশান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যোগদান করেছে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে এর আবির্ভাব। অধুনা এর সদস্যসংখ্যা ১৯২তে উন্নীত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো দেশই জাতিসংঘকে ত্যাগ করেনি। ইন্দোনেশিয়া প্রতিবেশী মালয়েশিয়ার সাথে কোন্দলের প্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালে সাময়িকভাবে জাতিসংঘ ত্যাগ করলেও পরের বছরই জাতিসংঘে প্রত্যাবর্তন করে।

কাজেই জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সরকারের মতো নয় কি?

সরকারগুলো রাষ্ট্র এবং জনগণের প্রতিনিধি। আর জাতিসংঘ কোনো বিশেষ সরকার বা কোনো একক জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা সার্বভৌম দেশগুলোর একটি সমিতির মতো, যা কেবল সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এটা একটা বৈশ্বিক ফোরাম-এর মতো, যেখানে স্বাধীন দেশগুলো বিশ্বের সমস্যাগুলো, যা তাদেরকে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রভাবিত করে, তা আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্র হয়।

জাতিসংঘকে তার কার্য সম্পাদনের নির্দেশনাদানকারী কোনো অনুশাসন ও বিধানাবলি আছে কি?

হ্যাঁ, তা হলো জাতিসংঘ সনদ। এটা হলো একটি নির্দেশিকা, যা সদস্যদেশের অধিকার ও দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে করণীয় কার্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। একটি জাতি জাতিসংঘের সদস্য হওয়া মাত্র এটি জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও অনুশাসন মেনে নেয়।

সানফ্রানসিসকোতে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড তার যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার গঠনে বিলম্বহেতু পরে স্বাক্ষর করে এবং জাতিসংঘের ৫১তম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়।

স্বাগতিক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল আর্কাইভে রক্ষিত জাতিসংঘ সনদের মূল কপি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে সনদের হুবহু প্রতিলিপি প্রদর্শনের নিমিত্তে রাখা হয়।

জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?

জাতিসংঘের চারটি মূল উদ্দেশ্য আছে :

- ❑ বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষা করা।
- ❑ জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।
- ❑ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা; ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও অশিক্ষাকে জয় করা এবং পারস্পরিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে উৎসাহিত করতে একযোগে কাজ করা।
- ❑ জাতিসমূহকে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাকল্পে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করা।

জাতিসংঘের কিভাবে সূচনা হলো?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) এক বেদনাবিধুর সময়কালে জাতিসংঘের ধারণা জন্মলাভ করে। লাখ লাখ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আরো লাখ লাখ লোক হয় আশ্রয়হারা। নগরীগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুদ্ধ থামাতে যেসব বিশ্বনেতৃত্ব একজোট হন তারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বন্ধের অনুকূল একটি পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে অনুভব করেন। তারা অনুধাবন করেন যে, এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন সব জাতি একটি বিশ্ব সংগঠনের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। জাতিসংঘই ছিল সেই ভাবী সংগঠন।

জাতিসংঘ রাতারাতি তৈরি হয়নি। বহু বছরের পরিকল্পনার পরেই সংগঠনটির অস্তিত্ব লাভ করে। এটা ঘটেছে এভাবে :

- ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট আটলান্টিক মহাসাগরে এক রণতরীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এক গোপন বৈঠকে যোগদান শেষে বিশ্বশান্তির নিমিত্তে একটি পরিকল্পনার ঘোষণা দেন। তারা এই পরিকল্পনাকে আটলান্টিক সনদ হিসেবে আখ্যা দেন।
- ১৯৪২ সালের পহেলা জানুয়ারি ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটন ডিসিতে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। তাঁরা যুদ্ধ বন্ধের শপথ গ্রহণ করেন। এবং আটলান্টিক সনদ মেনে নেন।
- ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মস্কোতে মিলিত হন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসমূহের একটি সংগঠনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছান। এই চুক্তিনামা মস্কো ঘোষণা নামে পরিচিত।
- ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরতে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই সম্মেলনকে প্রায়ই ডাম্বারটন ওক্স সম্মেলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর কারণ যেখানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ডাম্বারটর ওক্স।
- ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টাতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা নিরাপত্তা পরিষদে ভোট গ্রহণ পদ্ধতির ব্যাপারে সম্মত হন। তাঁরা সানফ্রানসিসকোতে একটি সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে যোগদান করেন। খসড়া করার পর ২৬ জুন তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সনদ এবং নব্য আন্তর্জাতিক আদালতের আইনকানুন অনুমোদন করেন।
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যসহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন করে এবং একে স্বীকৃতি প্রদান করে। আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হয় জাতিসংঘের। সে জন্য ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের জন্মদিনকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

'জাতিসংঘ' নামটি কোথা থেকে এল?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘ নামটি প্রস্তাব করেন। ১৯৪২ সালে যখন ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘের তরফ থেকে ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদান করেন, এই নামটি তখনই প্রথম সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়। সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার প্রদত্ত নামটি গ্রহণে সম্মত হন। রুজভেল্ট জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরের কয়েক সপ্তাহ আগে মৃত্যুবরণ করেন।

এ ধরনের সংগঠন কি ওই সময়ই প্রথম সৃষ্টি হয়?

না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের মতো এরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি বজায় রাখা।

দুর্ভাগ্যবশত সকল জাতি এই লিগ-এ যোগদান করেনি। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র কখনো এর সদস্য হয়নি। যারা পরবর্তীকালে যোগদান করেছিল তারা সদস্যপদ পরিত্যাগ করেছে অথবা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়নি। নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোনো ক্ষমতা লিগ-এর ছিল না। লিগ-এর ব্যর্থতা বিরোধের গতিকে ত্বরান্বিত করে, পরিণাম দাঁড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। লিগ নিজস্বভাবে ব্যর্থ হলেও এটি একটি বৈশ্বিক সংগঠনের স্বপ্নের সূচনা করে। যার ফলে জাতিসংঘের আবির্ভাব ঘটে।

জাতিসংঘ সদর দফতর কোথায়?

জাতিসংঘ সদর দফতর নিউইয়র্কে অবস্থিত। লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের প্রথম সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সংগঠনটির স্থায়ী সদর দফতর হবে যুক্তরাষ্ট্রে। যে চারটি অট্টালিকা নিয়ে বর্তমানে জাতিসংঘ সদর দফতর, সেগুলো হলো নিচু গম্বুজবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ ভবন, ৩৯ তলা কাচ ও মার্বেলের তৈরি সেক্রেটারিয়েট টাওয়ার, নদী বরাবর নিচু চারকোনা সম্মেলন কক্ষ এবং জায়গাটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরি।

জাতিসংঘ সদর দফতরের ভূমি ও অট্টালিকা একটি আন্তর্জাতিক এলাকা। এর অর্থ হলো জাতিসংঘের নিজস্ব পতাকা আছে, আছে নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মকর্তা, যাঁরা এলাকাটির নিরাপত্তা বিধান করে এবং এই সংগঠন নিজস্ব ডাকটিকিট ব্যবহার করে।

জাতিসংঘের সংস্কার

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে পরিবর্তন বা সংস্কার একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। জাতিসংঘ এই ধারণার বাইরে নয়। সদস্যদেশগুলো মনে করে, জাতিসংঘ এবং এর সচিবালয়, বিশেষায়িত সংস্থা, তহবিল ও কার্যক্রমসমূহ অনেক বৃহৎ হয়েছে। আশা করা হয়, জাতিসংঘ আগের তুলনায় এখন আরো বেশি স্থানে ও বেশি জনগণের কাছে তার সেবা বিস্তৃত করবে।

গত ৯ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বেসামরিক ও সামরিক সদস্যের সংখ্যা ২০,০০০ থেকে ৮০,০০০-এ উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে জাতিসংঘ সচিবালয় ব্যবস্থাপনায় এর আর্থিক সম্পদ দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৮ বিলিয়ন হয়েছে। মানবাধিকার এবং মানবিক কার্যক্রম-সংক্রান্ত অপারেশন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এত বিশাল পরিমাণ কার্যক্রম ও অপারেশন যার ম্যান্ডেট এই সংস্থাটির ওপর স্থাপিত হয়েছে এবং অন্যান্য অঙ্গীভূত সংস্থার কার্যক্রম সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করা সংস্থাটির জন্য একটি বৃহৎ দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে। দৃশ্যত এসব কাজ ও আকাঙ্ক্ষা মেটানো জাতিসংঘের জন্য একটি বাড়তি চাপ।

জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে যা ছিল এখনো তা বলবৎ আছে। কিন্তু যে উপায়ে আমরা এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পালন করেছি, সময়ের দাবিতে তার এখন পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাতিসংঘ মহাসচিবের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর থেকেই তিনি অধিক কার্যকর শান্তিরক্ষা কার্যক্রম থেকে শুরু করে সুশীল সমাজের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় অংশীদারিত্ব; উন্নত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পদ্ধতি থেকে শুরু করে ফিল্ড পর্যায়ের কর্মীর নিরাপত্তা বিধান– এই রকম নানা প্রকার সংস্কার কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়েছে।

২০০৬ সালে মহাসচিব তার 'বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে' নামক সংস্কার রিপোর্টে দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন, দ্বন্দ্ব নিরসন এবং মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সুপারিশ প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও ২০০৬ সালে তার 'বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী সংগঠনের জন্য জাতিসংঘে বিনিয়োগ' নামক একটি রিপোর্টে সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং কিভাবে এর জনশক্তি নিয়োগ করা হবে, কিভাবে উন্নয়ন ও সঠিক পদায়ন করা হবে, কিভাবে সামগ্রী ক্রয় ও সেবা প্রদান করা হবে, এবং কিভাবে সদস্যদেশসমূহের কর প্রদানকারীদের থেকে প্রাপ্ত তহবিল সঠিকভাবে খরচ ও হিসাব রাখা হবে ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সংস্কারমালা তৈরি করা হয়।

Security Council reform : models A and B

Model A provides for six new permanent seats, with no veto being created, and three new two-year-term non-permanent seats, divided among the major regional areas as follows :

Regional area	Number of States	Permanent seats (continuing)	Proposed new permanent seats	Proposed two-year seats (non-renewable)	Total
Africa	53	0	2	4	6
Asia and Pacific	56	1	2	3	6
Europe	47	3	1	2	6
Americas	35	1	1	4	6
Totals model A	191	5	6	13	24

Model B provides for no new permanent seats but creates a new category of eight four-year renewable-term seats and one new two-year non-permanent (and non-renewable) seat, divided among the major regional areas as follows :

Regional area	Number of States	Permanent seats (continuing)	Proposed new permanent seats	Proposed two-year seats (non-renewable)	Total
Africa	53	0	2	4	6
Asia and Pacific	56	1	2	3	6
Europe	47	3	2	1	6
Americas	35	1	2	3	6
Totals model B	191	5	8	11	24

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ

জাতিসংঘ সদস্যদেশগুলো মানবাধিকারের অগ্রগতি সুরক্ষা এবং বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের মোকাবেলায় নতুন একটি মানবাধিকার পরিষদ প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেছে। পক্ষে ১৭০ ভোট বিপক্ষে ৪ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদ জেনেভাভিত্তিক মানবাধিকার কমিশনের স্থলে নতুন এই পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৬ সালের ৬ মে নতুন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় এবং ১৯ জুন উদ্বোধনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯৬ ভোটে মানবাধিকার পরিষদের ৪৭টি পদে সদস্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশও এই পরিষদের অন্যতম সদস্য। অন্যান্য দেশ হচ্ছে : আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, আজারবাইজান, বাহরাইন, ব্রাজিল, ক্যামেরুন, কানাডা, চায়না, কিউবা, চেক প্রজাতন্ত্র, জিবুতি, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্যাবন, জার্মানি, ঘানা, গুয়েতেমালা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মালি, মরিশাস, মেক্সিকো, মরোক্কো, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, রুমানিয়া, রুশ ফেডারেশন, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, তিউনিসিয়া, ইউক্রেইন, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে এবং জিম্বাবুয়ে। মানবাধিকার পরিষদের সদস্যরা মানবাধিকার মান সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হলে অধিবেশনে উপস্থিত সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাবে। সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট পরিষদের খসরা অনুমোদিত হওয়ার পর বলেন যে, এর মাধ্যমে এমন একটি সংস্থা গঠিত হবে যার ভিত্তি হবে সংলাপ ও সহযোগিতা; যা হবে নীতিনিষ্ঠ, কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক এবং যার সদস্যরা মানবাধিকারের অগ্রগতি ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ মান সমুন্নত রাখবে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তার বিবৃতিতে বলেন, "এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘ তার কাজে নতুন যাত্রার সূত্রপাত ঘটানোর একটি বহু কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়েছে, আমি আস্থাশীল যে, পরিষদ আমাদের মানবাধিকার নিয়ে কাজের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে এবং এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে লাখ লাখ মানুষের জীবনের উন্নয়নে সাহায্য করবে।"

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশন

জাতিসংঘের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে যেসব যুগান্তকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে শান্তি বিনির্মাণ কমিশন (Peacebuilding Commission) গঠন অন্যতম। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ২৩ জুন ২০০৬ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। অন্যান্য সদস্য হচ্ছে– চায়না, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, গিনি বিসাউ, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ঘানা, ভারত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, বুরুন্ডি, ক্রোয়েশিয়া, মিসর, এল সালভেদর, ফিজি ও জ্যামাইকা।

শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের প্রধান কাজ হবে সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসছে এমন দেশগুলোতে পুনরায় যাতে সহিংসতা না দেখা দেয় সে ব্যাপারে সাহায্য করা এবং যেসব দেশে শান্তি পরিস্থিতি নড়বড়ে বা যেসব দেশ সম্প্রতি শান্তি অর্জন করেছে, সেসব দেশে আন্তর্জাতিক সহায়তা স্থিতিশীল রাখা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সংঘাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলোর প্রায় অর্ধেকই পাঁচ বছরের মধ্যে আবার সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। ২০০৫ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট এই কমিশন সংঘাত-পরবর্তী বিনির্মাণের প্রতি একটি সমন্বিত, সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সংঘাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণ করবে।

শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কার্যাবলি :

শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের কাজগুলো হবে :

- সংঘাত-পরবর্তী শান্তি বিনির্মাণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের জন্য অর্থসংস্থান এবং কৌশল নিয়ে পরামর্শ ও প্রস্তাব দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে মিলিত করা;

- সংঘাত-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন ও প্রতিষ্ঠান বিনিময়ের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কৌশলের প্রতি সহায়তা দেয়া;

- জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে সমন্বয়ের উন্নতি, সর্বোত্তম চর্চা গড়ে তোলা, যথাসময়ের আগেই পুনরুদ্ধার কাজের জন্য অগ্রকথনযোগ্য অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা এবং সংঘাত-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা ও তথ্য দেয়া।

জাতিসংঘ : ৬০ বছরে ৬০ অর্জন

একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ও শান্তিকে আরো দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরমাণু যুদ্ধ ও নিরন্তর আঞ্চলিক সংঘাতের হুমকির পটভূমিতে শান্তিরক্ষা জাতিসংঘের কাজে পরিণত হয়, আর তাই নীল শিরস্ত্রাণধারী শান্তিরক্ষীদের কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

কিন্তু জাতিসংঘ কেবলই শান্তিরক্ষা ও সংঘাত মীমাংসার সংগঠন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টির অগোচরে জাতিসংঘ পরিবার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রমে নিবেদিত।

শিশুদের জীবন রক্ষা ও উন্নয়ন; পরিবেশের সংরক্ষণ; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা; দারিদ্র্য নির্মূল ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন; কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন; শিক্ষা; নারীর অগ্রগতি; জরুরি ও আপৎকালীন ত্রাণ; বিমান ও নৌ ভ্রমণ; আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার; শ্রমিক ও কর্মজীবীদের অধিকার– তালিকা বড়ই হতে থাকবে।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলোর অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো :

১. উন্নয়ন সহযোগিতা
২. গণতন্ত্রের প্রসার
৩. মানবাধিকার উন্নয়ন
৪. শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা
৫. শান্তি স্থাপন
৬. পরিবেশ রক্ষা
৭. পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ
৮. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারী ও স্বাধীনতা
৯. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা
১০. দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান
১১. আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করা
১২. শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান
১৩. উন্নয়নশীল দেশে চরম দারিদ্র্য নিরসন
১৪. ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান
১৫. আফ্রিকার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ
১৬. নারীর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
১৭. নারীর অধিকার
১৮. নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান
১৯. পোলিও নির্মূল করা
২০. এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
২১. গুটিবসন্ত দূরীকরণ
২২. সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা
২৩. পরজীবী রোগজীবাণু প্রতিরোধ
২৪. মহামারী বিস্তার প্রতিরোধ
২৫. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
২৬. ব্যবসার ভিত্তি রচনা
২৭. উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠা
২৮. দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা
২৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস
৩০. সুনামি ত্রাণ বিতরণ
৩১. ওজোন স্তর রক্ষা করা
৩২. জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধান
৩৩. ভূমিমাইন অপসারণ
৩৪. ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্য পৌছে দেয়া
৩৫. ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম
৩৬. অতিরিক্ত মৎস্য নিধন বন্ধ করা
৩৭. বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ
৩৮. ভোক্তার স্বাস্থ্য রক্ষা
৩৯. সন্ত্রাস দমন
৪০. প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা
৪১. প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিবাদের আইনি মীমাংসা
৪২. বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন
৪৩. অর্থনৈতিক সংস্কার
৪৪. মহাসাগরগুলোতে স্থিতিশীলতা ও নিয়মশৃঙ্খলা আনয়ন
৪৫. আকাশ ও সমুদ্রপথে ভ্রমণ
৪৬. মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ
৪৭. আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন
৪৮. শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা
৪৯. উন্নয়নশীল দেশে সাক্ষরতা ও শিক্ষার উন্নয়ন
৫০. শিশুদের সমর্থনে বিশ্বের অঙ্গীকার সৃষ্টি
৫১. ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক, স্থাপত্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ
৫২. শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ে সহায়তা
৫৩. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ রক্ষা
৫৪. মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৫৫. বস্তিজীবন থেকে নির্মল আবাসনে প্রত্যাবর্তন
৫৬. বিশ্ব ডাক ব্যবস্থায় উন্নয়ন
৫৭. উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার ও ব্যয় হ্রাস করা
৫৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ
৫৯. আদিবাসী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা পালন
৬০. আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

জাতিসংঘের জন্ম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন সানফ্রানসিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রশ্নে 'জাতিসমূহের সম্মেলনে' ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট-অক্টোবরে ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রস্তাবাবলির ওপর ভিত্তি করে এই সনদ গড়ে ওঠে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও পরে এতে স্বাক্ষর প্রদান করে প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি রাষ্ট্রের একটিতে পরিণত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ১৯২। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দেশের অধিকাংশ কর্তৃক সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে।

মূল অঙ্গসমূহ

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং সচিবালয়। একমাত্র আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সবগুলোর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে। আন্তর্জাতিক আদালত নেদারল্যান্ডের দি হেগ-এ অবস্থিত।

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মূল সভা। সব সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের সমন্বয়ে এটি গঠিত এবং এদের প্রত্যেকের রয়েছে একটি করে ভোট।

সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে মাঝ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। বিশেষ জরুরি অধিবেশন বসে প্রয়োজন অনুযায়ী। এখানে সাধারণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি নিয়মিত অধিবেশনের আগে পরিষদ একজন সভাপতি, ২১ জন সহসভাপতি ও পরিষদের ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১৫। এর মধ্যে ৫টি হচ্ছে স্থায়ী সদস্য – চীন, ফ্রান্স, রুশ ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। বাকি ১০টি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়।

কার্যপরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫টির মধ্যে কমপক্ষে নয়টি ভোট পক্ষে থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের ভোটসহ নয়টি ভোট প্রয়োজন হয়, এটি হচ্ছে 'বৃহৎ শক্তির ঐকমত্য' সাধারণত 'ভেটো' ক্ষমতা নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদ মহাসচিব পদের প্রার্থী নির্বাচন ও জাতিসংঘে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ পেশ করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজের সমন্বয়সাধন করা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের দায়িত্ব। এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫৪। প্রতি বছর ১৮টি সদস্যরাষ্ট্র তিন বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়। সাধারণত প্রতি বছর এর এক মাস স্থায়ী দুটি অধিবেশন বসে। একটি নিউইয়র্কে, অপরটি জেনেভায়।

অছি পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের মূল কাজ হচ্ছে অছি অঞ্চলভুক্ত এলাকাগুলোর জনসাধারণের উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের পথ সুগম করা। এই অছি ব্যবস্থা এতই সফলতা লাভ করেছে যে, ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে পালাওয়ের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে অছি অন্তর্ভুক্ত ১১টি ট্রাস্ট অঞ্চলের সবগুলো হয় স্বাধীনতা লাভ অথবা প্রতিবেশী স্বাধীন দেশের সাথে একীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই পরিষদের কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন থেকে অছি পরিষদ শুধু প্রয়োজনে অধিবেশনে মিলিত হবে।

আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গসংস্থা। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারক নিয়ে এই আদালত গঠিত। আদালতে পেশ করা মামলায় কেবল কোনো দেশই পক্ষ হতে পারে, ব্যক্তি নয়। কোনো দেশ মামলার কার্যপ্রণালীতে অংশ নিতে অনিচ্ছুক হলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেশটি যদি মামলা মেনে নেয় তবে সে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য।

সচিবালয়

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতর এবং বাইরে কর্মরত আন্তর্জাতিক কর্মচারী দলকে নিয়ে সচিবালয় গঠিত। সচিবালয়ে জাতিসংঘের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ১৭০টির মতো দেশ থেকে ৮,৯০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী সচিবালয়ে কর্মরত আছেন। মহাসচিব সচিবালয়ের প্রধান। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছর মেয়াদকালের জন্য নিযুক্ত হন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো বিষয়কে নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনা মহাসচিবের অন্যতম প্রধান কাজ।

ভাষাসমূহ

জাতিসংঘের কাজকর্ম পরিচালনার ভাষাগুলো হচ্ছে : চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে আরবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ও নোবেল শান্তি পুরস্কার

মহাসচিব কফি আনান ও জাতিসংঘকে যৌথভাবে ২০০১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এ ছাড়া ইতিপূর্বে জাতিসংঘ ব্যবস্থাকে পাঁচবার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে :

- ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে;
- ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) দফতরকে;
- ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিলকে;
  এবং ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)কে এ পুরস্কার দেয়া হয়।
- কফি আনান নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দ্বিতীয় মহাসচিব। জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সংস্থার দ্বিতীয় মহাসচিব দাগ হ্যামারশোল্ডকে ১৯৬১ সালে মরণোত্তর এই পুরস্কার দেয়া হয়।
- কঙ্গোয় এক শান্তি মিশনে নিয়োজিত থাকাকালে (বর্তমানে জাম্বিয়া) নদোলার কাছে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পর হ্যামারশোল্ডকে এই পুরস্কার দেয়া হয়।
- কয়েকজন ব্যক্তিত্ব জাতিসংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, তাঁদের কাজের জন্য বেশ কয়েকবার নোবেল শান্তি পুরস্কার (Nobel Peace Prize) দেয়া হয়।
- মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালকে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রধানত তাঁর দৃঢ় ভূমিকার জন্য ১৯৪৫ সালে এ পুরস্কার দেয়া হয়।
- জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ব্রেচিনের লর্ড বয়েড ওরকে "দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে" তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো নিয়োজিত করায় ১৯৪৯ সালে তাঁকে এ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।
- ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী রাল্‌ফ বানচ যুদ্ধরত গ্রুপগুলোর মধ্যে ১৯৪৯ সালের সামরিক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে তাঁর ভূমিকার জন্য ১৯৫০ সালে এ পুরস্কার লাভ করেন।
- সুয়েজ বিরোধের অবসান এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় লেস্টার পিয়ারসন যে ভূমিকা পালন করেন প্রধানত তজ্জন্য ১৯৫৭ সালে তাঁকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়ে শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

জাতিসংঘের গঠনপ্রণালী কী রূপ?

প্রায় বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ছয়টি প্রধান অঙ্গসংস্থা এই দায়িত্ব সম্পাদন করে। এগুলো হলো :

- ❑ সাধারণ পরিষদ
- ❑ নিরাপত্তা পরিষদ
- ❑ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- ❑ অছি পরিষদ
- ❑ আন্তর্জাতিক আদালত
- ❑ সচিবালয়

এই অঙ্গসমূহ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে অবস্থিত। কেবল ব্যতিক্রম আন্তর্জাতিক আদালত। নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে এই আদালত অবস্থিত।

জাতিসংঘের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ১৪টি সংগঠন বিশেষায়িত সংগঠন হিসেবে পরিচিত। তারা স্বাস্থ্য, কৃষি, ডাক বিভাগ সম্পর্কিত এবং আবহাওয়ার মতো বিবিধ ক্ষেত্রে কাজ করে। অধিকন্তু, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে আরো ৩৫টি কর্মসূচি, তহবিল ও বিশেষ সংগঠন কাজ করছে। এই সংগঠনসমূহ ও জাতিসংঘের মূল ও বিশিষ্ট কর্মসূচিসমূহ মিলেই জাতিসংঘ ব্যবস্থা।

কিভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ করা হয়? তাঁর ভূমিকা কী?

জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করেন। কোনো লিখিত নিয়মবিধি না থাকলেও জাতিসংঘ মহাসচিবের পদটি বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসছে। গত ২৫ বছরে এই ব্যাপারটি ঘটেছে।

উদাহরণ : বার্মার উ থান্ট (এশিয়া)-এর পরবর্তী একজন পশ্চিম ইউরোপীয় অস্ট্রিয়ার অধিবাসী কুর্ট ওয়াল্ডহেইম মহাসচিব নির্বাচিত হন। তাঁরপর আসেন পেরু অধিবাসী হ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার (লাতিন আমেরিকা)। প্রত্যেকে দুবার পাঁচ বছর মেয়াদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯২ সালে মিসরের অধিবাসী বুট্রোস বুট্রোস ঘালি সংগঠনের ষষ্ঠ মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এক মেয়াদে কর্মরত ছিলেন এবং তারপর ১৯৯৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঘানার অধিবাসী কফি আনান, (আরেকটি আফ্রিকান দেশ)। এই নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে যখন কফি আনানকে দ্বিতীয়বারের মতো মহাসচিব নির্বাচিত করা হয়।

মহাসচিব যেকোনো সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন তা বিশ্ব শান্তির পক্ষে হুমকিস্বরূপ। তিনি সাধারণ পরিষদ বা জাতিসংঘের অন্য যেকোনো অঙ্গসংস্থা কর্তৃক আলোচনার জন্য সমস্যা উত্থাপন করতে পারেন। মহাসচিব প্রায়ই সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিবাদের ক্ষেত্রে রেফারির ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হস্তক্ষেপ বা সফল দায়িত্ব পালনের ফলে এরা নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে যাওয়ার আগেই বা সমস্যাগুলো স্পষ্ট বিরোধে রূপ নেয়ার আগেই তা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

জাতিসংঘের কাজের জন্য কে অর্থ প্রদান করে এবং কী পরিমাণ?

জাতিসংঘের সদস্যগণ, ১৯২ সদস্যের সবাই জাতিসংঘের সব কাজের জন্য অর্থ প্রদান করে। এর অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই।

জাতিসংঘে দু ধরনের বাজেট আছে। নিয়মিত বাজেটের আওতায় রয়েছে নিউইয়র্কে সচিবালয়ের প্রধান কার্যাবলি এবং পৃথিবীব্যাপী মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পরিচালনা। শান্তিরক্ষা বাজেট বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়ই রাজনৈতিক সমস্যাক্রান্ত এলাকায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করে। এই উভয় বাজেটের জন্য চাঁদা দেয়া সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক। সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করে। একটি দেশের চাঁদা দেয়ার সামর্থ্য, জাতীয় আয় এবং জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এই মাপকাঠি নির্ধারিত হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্) ঃ

জাতিসংঘের সব সদস্যরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, ২০১৫ সালের মধ্যে

চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ

- ❑ দৈনিক এক ডলারের কম আয়ের মানুষজনের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
- ❑ ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করা জনগণের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

- ❑ সব ছেলেমেয়ে যাতে প্রাইমারি স্কুলে একটি পূর্ণ শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

নারী-পুরুষ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ দান

- ❑ সম্ভব হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণ

- ❑ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা।

মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

- ❑ মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহারের অনুপাত তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস করা।

এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি দমন

- ❑ এইচআইভি/এইডসের বিস্তার রোধ ও বিপরীতমুখী করার সূচনা করা।
- ❑ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রধান রোগের প্রকোপ স্থবির ও বিপরীতমুখী করার সূচনা করা।

পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ

- ❑ দেশীয় নীতিমালা ও কর্মসূচির মধ্যে টেকসই উন্নয়নের সমন্বয় করা; পরিবেশগত সম্পদের ক্ষতি বিপরীতমুখী করা।
- ❑ নিরাপদ পানীয় জলের স্থিতিশীল সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগণের সংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
- ❑ ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়নসাধন করা।

সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

- ❑ একটি অবাধ বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়ন যা হবে নিয়মভিত্তিক, পূর্বাভাসযোগ্য ও বৈষম্যহীন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতিও এর অন্তর্ভুক্ত।
- ❑ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ প্রয়োজন মোকাবেলা। এর মধ্যে রয়েছে এদের রফতানি শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশ; দারুণ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশসমূহের বর্ধিত পরিমাণ ঋণ মওকুফ; সরকারি দ্বিপক্ষীয় ঋণ বাতিল; এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারবদ্ধ দেশগুলোর জন্য আরো উদারভাবে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা।
- ❑ স্থলবেষ্টিত ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ প্রয়োজন মোকাবেলা।
- ❑ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের ঋণের সদস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ অব্যাহত রাখতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- ❑ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতায় যুবসমাজের জন্য ভদ্রোচিত ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
- ❑ ওষুধ কোম্পানিগুলোর সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামর্থ্য অনুযায়ী অত্যাবশ্যক ওষুধপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❑ বেসরকারি খাতে সহযোগিতায় নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেওয়া।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা বাস্তবায়নের পথনির্দেশিকা : www.un.org/millenniumgoals

পরিশিষ্ট - ১ : জাতিসংঘ আহূত সম্মেলন

গত দেড় দশকে জাতিসংঘ আহূত কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলন

শিশুবিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (নিউইয়র্ক ১৯৯০)

জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন (রিওডি জেনিরো ১৯৯২)

বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন (ভিয়েনা ১৯৯৩)

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (কায়রো ১৯৯৪)

বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন (কোপেন হেগেন ১৯৯৫)

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (বেইজিং)

দ্বিতীয় বিশ্ব আবাসন সম্মেলন (ইস্তাম্বুল ১৯৯৬)

বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন (রোম ১৯৯৬)

সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন (নিউইয়র্ক ২০০০)

বর্ণ-বৈষম্য, বিদেশী-বিদ্বেষ ও সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ণুতাবিরোধী বিশ্ব সম্মেলন (ডারবান ২০০১)

উন্নয়নের জন্য অর্থায়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (মন্টেরো ২০০২)

দ্বিতীয় বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলন (মাদ্রিদ ২০০২)

বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন : পাঁচ বছর পরে (রোম ২০০২)

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (জোহানেসবার্গ ২০০২)

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন (জেনেভা ২০০৩)

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন, দ্বিতীয় পর্যায় (ইস্তাম্বুল ২০০৫)

২০০৫ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন সাধারণ পরিষদ ৬০তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের প্লেনারি সভা (নিউইয়র্ক ২০০৫)

পরিশিষ্ট-২ : মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্র

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

ধারা-১

সব মানুষই (শৃঙ্খলাহীন) স্বাধীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা সবাই বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। অতএব তাদের একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত।

ধারা-২

যেকোনো প্রকার পার্থক্য, যেমন– জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সবাই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সব অধিকারের অংশীদার। অধিকন্তু, কোনো ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অদিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যেকোনো প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, সর্বজনীন মানবাধিকারের সুফল লাভে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা চলবে না; তার রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যা-ই থাকুন না কেন।

ধারা-৩

প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

ধারা-৪

কাউকে দাস হিসেবে কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাসপ্রথা ও দাসব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে। কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণ করা কিংবা কাউকে নির্যাতন করা বা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৬

আইনের কাছে প্রত্যেকেরই সর্বত্র মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা-৭

আইনের কাছে সবাই সমান এবং কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া সবারই আইনের আশ্রয়ে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্র লঙ্ঘনকারী কোনোরকম বৈষম্য বা বৈষম্যের উসকানির বিরুদ্ধে রক্ষা পাওয়ার সম-অধিকার সবার আছে।

ধারা-৮

যেসব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তন প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার লাভ আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা-৯

কাউকে খেয়ালখুশিমতো গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

ধারা-১০

প্রত্যেকেরই তার নিজের বিরুদ্ধে আনা যেকোনো ফৌজদারি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে। এভাবে প্রত্যেকেই তার অধিকার ও দায়িত্বগুলো এবং প্রয়োজনে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে পারে।

ধারা-১১

ক. কেউ কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে সে এমন কোনো গণ-আদালতের আশ্রয় নিতে পারে যেখানে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে। এই গণ-আদালত যতক্ষণ তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই কোনো কাজ বা ত্রুটির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সেই কাজটি করাবার সময় তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ করবার সময় আইন অনুযায়ী যতটুকু শাস্তি দেয়া যেত তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না।

ধারা-১২

কারো ব্যক্তিগত গোপনীয় পরিবার বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশিমতো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের ওপরও ইচ্ছামতো আক্রমণ করা চলবে না।

ধারা-১৩

ক. প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা ও বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজের দেশ বা যেকোনো দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৪

ক. নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং আশ্রয় লাভ করবার অধিকার রয়েছে।

খ. অরাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় লাভের অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিবিরোধী কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এ অধিকার না পাওয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫

ক. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার আছে।

খ. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার কেউ তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তার সেই অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

ধারা-১৬

ক. পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষের জাতিগত বাধা, জাতীয়তার বাধা অথবা ধর্মের বাধা ছাড়া বিবাহ করার ও পরিবার গঠন করার অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার রয়েছে।

খ. কেবল বিবাহইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী পরস্পরের পূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

গ. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক গোষ্ঠী। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে পরিবারের।

ধারা-১৭

ক. প্রত্যেকেরই একা এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না।

ধারা-১৮

প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে প্রত্যেকের। একা অথবা অপরের সহযোগিতায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান ও প্রচার করার স্বাধীনতাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার।

ধারা-১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২০

ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার আছে।

খ. কাউকেই কোনো সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা-২১

ক. প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।

গ. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা এ ধরনের অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। নিজ রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুযায়ী প্রত্যেকেরই তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আদায় করতে পারবে। এ জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা-২৩

ক. প্রত্যেকেরই কাজ করার ও অবাধে চাকরি নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভ করবার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষা পাবার অধিকারও আছে প্রত্যেকের।

খ. প্রত্যেক কর্মী তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষা করবার মতো ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী। প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক মান রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা লাভেরও অধিকার আছে।

গ. প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা-২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। কার্য-সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২৫

ক. নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের অধিকারও এই সঙ্গে প্রত্যেকের প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবনযাপনের অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। সব শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে; শিশুর জন্ম বৈবাহিক বন্ধনের ফলেই হোক বা বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই হোক না কেন।

ধারা-২৬

ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ. প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় হয় সেদিকে জোর দেওয়াও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য।

শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমঝোতা ও সহিষ্ণুতায় আস্থাশীল করে তুলতে হবে। এই শিক্ষা সব জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়নে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

গ. পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের কোন ধরনের শিক্ষা দিতে চান, তা আগে থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার সব পিতা-মাতার রয়েছে।

ধারা-২৭

ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ করা ও শিল্পকলা চর্চা করার অধিকার রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলোর অংশীদার হওয়ার অধিকারও রয়েছে।

খ. বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলাভিত্তিক সৃজনশীল কাজের থেকে যে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে, তা রক্ষা করার অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের।

ধারা-২৮

প্রত্যেকেই এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধিকারী, যেখানে এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সব অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আদায় করা যেতে পারে।

ধারা-২৯

ক. সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যগুলো পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

খ. নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবার সময় এ কথা প্রত্যেকেরই মনে রাখতে হবে যে, তাতে যেন অপরের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি কোনোরূপ অস্বীকৃতি বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়। অধিকন্তু, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ করতে পারবে।

গ. এসব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সময় কোনো রকমেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না।

ধারা-৩০

এই ঘোষণার উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না। এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তিবিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার আছে– এ রকম ধারণা করবার মতো কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না।

পরিশিষ্ট - ৩ : জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশ

Current Membership of Bangladesh in various UN and other bodies

United Nations Environmental Programme (UNEP): Re-elected to the Governing Council of UNEP for the term 2004-2007.

Committee for the UN Population Award: Bangladesh was elected for the term 2004-06. Bangladesh is the current chairman of this committee.

Bureau of the commission on Population and Development: Member of the 37th session.

Economic and Social Council of the UN (ECOSOC): Member for the term 2004-06.

United Nations Committee on Information: Elected in April 2003 as Chairman for a two-year term.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): Ms. Salma Khan was elected a member of the committee for four-year term beginning from 01 January 2003.

Executive Board of UNESCO: Re-elected on 10 October 2003 for another 4 year-term.

Commission on Human Settlements (HABITAT): Re-elected by ECOSOC in 2004 for a four-year term beginning on 1 January 2005.

Commission on Social Development: Re-elected during 2004 ECOSOC for a four-year term starting from 1 January 2005.

International Civil Service Commission: Ambassador Shamsher M. Chowdhury, BB, has been elected a member of the commission in 2004 for a four-year term.

Governing Body of the Asian Organization of the Supreme Audit Institution (ASOSAI): The Comptroller and Auditor General of Bangladesh Mr. Asif Ali was elected for a three-term in October 2003.

Commission for Population and Development: Re-elected to this body for a four-year term starting from 1 January 2005

UN Commission on Science and Technology: Elected to this body for a four-year term starting from 1 January 2003.

Executive Board of the UNICEF: Elected for the term 2004-06.

Committee for the UN Population Award: Current Chairman for the term 2004-06.

Council of International Maritime Organization: Elected for the term 2005-07.

Council of FAO: Elected for the term 2004-06.

Executive Board of World Food Programme: Re-elected for the term 2004-06.

Governing Board of ILO: Elected in 2001 as deputy member for the term 2002-05.

Executive Board of UNDP/UNFPA: Elected for the term 2006-2008.

Committee on the Rights of the Child: Elected in 2005 in the person of Dr. Kamal Uddin Siddiqui for the term 2005-2009.

CEDAW: Mrs. Ferdous Ara Begum was elected for the term (1st January 2007 to 31st December 2010).

Human Rights Council: Elected on 9th May 2006 for a three-year term.

পরিশিষ্ট - ৪ : জাতিসংঘ বিভিন্ন চুক্তিতে বাংলাদেশ

Status Of Bangladesh's Adherence To Multilateral Treaties Deposited With The UN Secretary-General

(SIGNATURE / ACCESSION / RATIFICATION)

As of 31 August 2005

Sl	Name of Convention / Treaty	Status of Adherence Signature (s), Ratification (r), Accession (a), Succession (d), Acceptance (A)

Privileges and Immunities, Diplomatic and Consular Relations, etc.

1.	Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946	13 January 1978 (d)
2.	Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April 1961	13 January 1978 (d)
3.	Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963	13 January 1978 (d)

Human Rights

1.	Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide 1948	05 October 1998 (a)
2.	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966	05 October 1998 (a)
3.	International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966	06 September 2000 (a)
4.	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979	06 November 1984 (a)
5.	Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, New York, 6 October 1999	06 September 2000 (s) 06 September 2000 (r)
6.	Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984	05 October 1998 (a)
7.	Convention on the Rights of the Child, 1989	26 January 1990 (s) 03 August 1990 (a)
8.	Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child, 1995	23 April 1997 (A)
9.	Optional Protocol to the convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, New York, 25 May 2000	06 September 2000 (s) 06 September 2000 (r)
10.	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, New York, 25 May 2000	06 September 2000 (s) 06 September 2000 (r)
11.	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1966	11 June 1979 (a)
12.	International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973	05 February 1985 (a)
13.	International Convention on the protection of the Rights of Migrant Workers and the Members of their Families, 1990	07 October 1998 (s)

Narcotic Drugs & Psychotropic Substances

1.	Single Convention on Narcotic Drugs, 1961	25 April 1975 (a)
2.	The Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961	09 May 1980 (a)
3.	The Convention on Psychotropic Substances, 1971	11 October 1990 (a)
4.	United Nations Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988	11 October 1990 (r) 14 April 1989 (s)
5.	Single Convention on Narcotic Drugs,1961 as amended by the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, New York 8 August, 1975	09 May 1980 (a)

Traffic In Persons

1.	Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of others 1950	11 January 1985 (a)

Health

1.	Constitution of the World health Organization, 1946	19 May 1972 (A)
2.	Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization, 1967	25 April 1975 (A)
3.	Amendments to articles 34 and 55 of the Constitution of the World Health Organization, 1973	26 February 1976 (A)
4.	Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization, 1976	03 August 1978 (A)
5.	Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization, 1986	18 May 1994 (A)
6.	Agreement on the Establishment of the International Vaccine Institute, 1996	28 October 1996 (s)
7.	Amendment to article 7 of the Constitution of the World Health Organization, Geneva, 20 May 1965	24 March, 2000 (A)
8.	Amendment to article 74 of the Constitution of the World Health Organization, Geneva, 18 May 1978	24 March, 2000 (A)
9.	Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization, Geneva, 16 May 1998	24 March, 2000 (A)
10.	Framework Convention on Tobacco Control, Geneva, 21 May 2003	16 June 2003 (s) 14 June 2004 (r)

International Trade And Development

1.	Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development, 1976	09 May 1977 (r) 17 March 1977 (s)
2.	Constitution of the United Nations Industrial Development Organization, 1979	05 November 1980 (r) 02 January 1980 (s) (Notification under Article 25; 28 June 1985)
3.	Charter of the Asian and Pacific Development Centre, 1982	09 September 1982 (s)
4.	Agreement establishing the Asian Development Bank; Manila, 4 December 1965	14 March1973 (P) [Participation under articles 3 (2) and (3)]

Transport And Communication: Road Traffic

1.	Convention on Road Traffic, 1949	6 December 1978 (a)

Navigation

1.	Convention on the International Maritime Organization, 1948	27 May 1976 (A)
2.	Amendments to the title and substantive provisions of the Convention on the International Maritime Organization, 1975	08 October 1979 (A)
3.	Amendments to the Convention relating to the institutionalization of the Committee on technical co-operation in the Convention, 1977	08 October 1979 (A)
4.	Amendments to articles 17, 18, 20 and 51 of the Convention on the International Maritime Organization, 1979	17 March 1980 (A)
5.	Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, London, 4 November 1993	13 July 1998 (A)
6.	Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences, Geneva, 6 April 1974	24 July 1975 (a)

Educational And Cultural Matters

1.	International Agreement for the Establishment of the University for Peace, 1980	8 April 1981 (s)
2.	Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, 1983	18 July 1996 (a)

Status of Women

1.	Convention on the Political Rights of Women 1953	05 October 1998 (a)
2.	Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1962	05 October 1998 (a)

Penal Matters

1.	Slavery Convention of 1926	07 January 1985 (a)
2.	Protocol amending the Slavery Convention, 1953	07 January 1985 (A)
3.	Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutional and Practices Similar to Slavery, 1956	05 February 1985 (a)
4.	Slavery Convention, signed at Geneva on 25 September 1926 and amended by the Protocol, New York, 7 December 1953	7 January 1985 (s)
5.	Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, New York, 9 December 1994	21 December 1994 (s) 22 September 1999 (r)
6.	Rome Statute of the International Criminal Court	16 September 1999 (s)
7.	Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 09 December 1994	21 December 1994 (s) 22 September 1999 (r)

Commodities

1.	Agreement establishing the Asian Rice Trade Fund, 1973	29 June 1973 (s) 01 December 1974 (a)
2.	Agreement establishing the International Tea Promotion Association, 1977	2 April 1979 (a)
3.	Agreement establishing Common Fund for Commodities, 27 June 1980	23 December 1980 (s) 01 June 1981 (r)
4.	Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group, 2001, Geneva, 13 March 2001	27 July 2001 (A)

Law Of The Sea

1.	United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, Jamaica, 10 December 1982	10 December 1982(s) 27 July 2001 (r)
2.	Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, 28 July 1994	27 July 2001 (a) 16 November 1994 (s)
3.	Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 4 August 1995	04 December 1995 (s)

Commercial Arbitration

1.	Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958	06 May 1992 (a)

Telecommunications

1.	Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, 27 March 1976	01 April 1976 (s) 22 October 1976 (r)
2.	Amendment to article 11, paragraph 2 (a), of the Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, 13 November 1981	09 February 1988 (A)
3.	Agreement establishing the Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, 12 August 1977	14 September 1977 (s) 11 August 1981 (r)
4.	Amendments to the Agreement establishing the Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, Islamabad, 21 July 1999	21 June 2000 (A)

Disarmament

1.	Convention for the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC), 1992	14 January 1993 (s) 25 April 1997 (r)
2.	Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), 1996	24 October 1996 (s) 08 March 2000 (r)
3.	Convention on the Prohibition of Military or any Other Hostile Use of Environment Modification (ENMOD) Techniques, 10 December 1976	3 October 1979 (a)
4.	Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oslo, 18 September 1997 (APMT)	07 May 1998 (s) 06 September 2000 (r)

5.	Convention on Prohibition or restriction on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to Excessively injurious or to have Indiscriminate Effect, Geneva, 10 October 1980 (popularly known as Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) or Inhuman Weapons Convention)	06 September 2000 (a) (consent to be bound: by protocols I, II and III of 10 October 1980)
6.	Protocol on Prohibition or Restriction on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devises as amended on 3 May 1996 (Protocol-II) annexed Convention of Certain Conventional Weapons (CCW)	06 September 2000 (a) (consent to be bound)
7.	Additional Protocol (Protocol IV) to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) on Blinding Laser Weapons, Vienna, 13 October 1995	06 September 2000 (a) (consent to be bound)

Terrorism

1.	International Convention against the Taking of Hostages	26 April 2005 (a)
2.	International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings	26 April 2005 (a)
3.	Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,	26 April 2005 (a)
4.	International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism	15 August 2005 (a)

Environment

1.	Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985	02 August 1990 (a)
2.	Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 16 September 1987, Montreal	02 August 1990 (a)
3.	Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, London, 1990	18 March 1994 (r)
4.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 1989	01 April 1993 (a)
5.	United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), 09 May 1992, New York	09 June 1992 (s) 15 April 1994 (r)
6.	Convention on Biological Diversity, 1992	05 June 1992 (s) 03 May 1994 (r)
7.	United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly in Africa, 1994	14 October 1994 (s) 26 January 1996 (a)
8.	Kyoto Protocol of the UNFCC, 11 December 1997	22 October 2001 (a)
9.	Cartagena Protocol on Biosafety, to the convention of biological diversity, 2000.	24 May 2000 (s)
10.	Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 25 November 1992	27 November 2000 (A)
11.	Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted by the Ninth Meeting of the Parties, Montreal, 17 September 1997	27 July 2001 (A)

League of Nations Treaties

1.	Protocol on Arbitration Clauses, Geneva, 24 September 1923	27 June 1979 (s & r)
2.	Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards, Geneva, 26 September 1927	27 June 1979 (s & r)

পরিশিষ্ট - ৫ : অন্যান্য বহুপাক্ষিক চুক্তিতে বাংলাদেশ

Status of Bangladesh's Adherence to Multilateral Treaties (deposited with the other depositories)

Humanitarian Law

1.	Geneva Convention Relative to Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949 (entry into force, 21 October 1950)	04 April 1972 (a)
2.	1978 Protocol -I Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, to the Geneva Convention (entered into force on 7 December 1978)	08 September 1980 (a)
3.	1978 Protocol II Relating to the Protection of Victims of Non-international Armed Conflicts, to Geneva Convention of 1949 (7 December 1978)	08 September 1980 (a)
4.	Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide 1948	05 October 1998 (a)
5.	Statute of the International Criminal Court	16 September 1999 (s)

Disarmament

1.	Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, Geneva Protocol 1925	20 May 1989 (a)
2.	Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water (PTBT) 1963	13 March 1985 (s)
3.	Treaty on Principles Governing the Activities of States for the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967).	14 January 1986 (a)
4.	Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT 1968)	31 August 1979 (a)
5.	Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons, 1972	13 March 1985 (a)

Terrorism

1.	Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971	28 June 1978 (a)
2.	The Hague Convention for the Unlawful Seizure of Aircraft, 16 September 1970	28 June 1978 (a)
3.	Tokyo Convention on offenses and certain other acts committed on Board Aircraft, 14 September 1963	23 October 1978 (a)
4.	Protocol for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf	26 April 2005 (a)
5.	Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation	26 April 2005 (a)
6.	Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection	26 April 2005 (a)
7.	Convention on the Physical Protection of Nuclear Material	26 April 2005 (a)
8.	Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation	26 April 2005 (a)
9.	SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, 1987	04 November 1987 (s) 1988 (r)

International Trade and Development

1.	General Agreement on Tariffs and Trade, with Annexes and Schedules of Tariffs Concessions Agreement establishing the Asian Development Bank, 4 December 1965	14 March 1973 (participation)

Commodities

1.	International Agreement on Jute and Jute Products, 03 November 1989	07 June 1990 (s) 29 January 1991 (a)

Piracy

1.	Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), 11 November 2004	23 August 2006 (s) 17 November 2006 (r)

Anti-Corruption

1.	United Nations Convention against Corruption, 31 October 2003	27 February 2007 (a)

বাংলাদেশে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষর

জাতিসংঘে বাংলাদেশের তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব ফারুক সোবহান (বামে) ও জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ইয়াসুসি আকাশী (ডানে) বাংলাদেশে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষর করছেন। চুক্তিটি ১৯৮১ সালের ২৫ আগষ্ট জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত হয়।

পেছনের সাড়িতে ডানপাশে দাড়ানো আছেন জনাব আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী, জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের তৎকালীন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও বর্তমানে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল।

জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ

বান কি মুন
২০০৭-

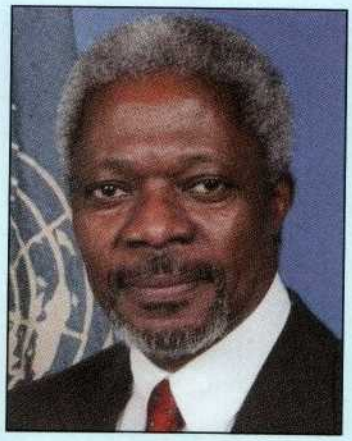

কফি আনান
১৯৯৭-২০০৬

বুট্রোস বুট্রোস ঘালি
১৯৯২-১৯৯৬

হাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার
১৯৮২-১৯৯১

কুর্ট ওয়াল্ডহেইম
১৯৭২-১৯৮১

উ থান্ট
১৯৬১-১৯৭১

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড
১৯৫৩-১৯৬১

ট্রাইগভে লাই
১৯৪৫-১৯৫৩

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাসমূহ :

১৯৮২

১৯৮৩

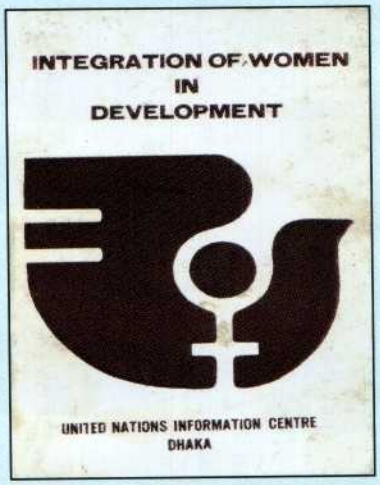

১৯৮৪

১৯৮৫

১৯৮৬

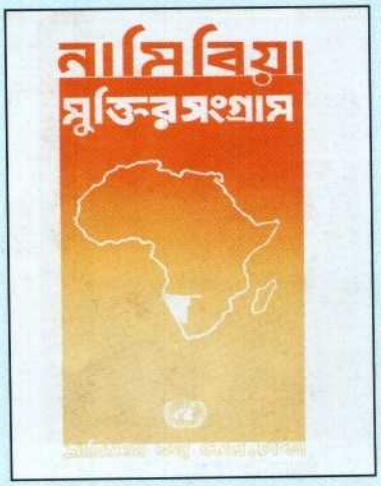

১৯৮৭

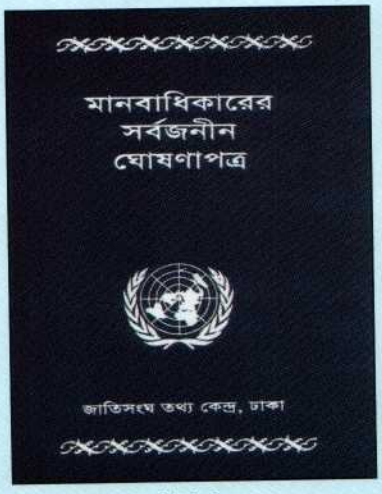

১৯৮৮

১৯৮৯

১৯৯০

১৯৯১

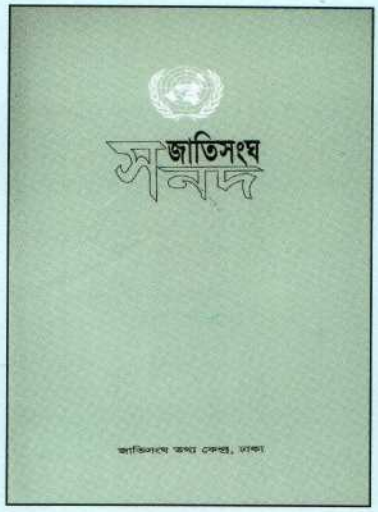

১৯৯২

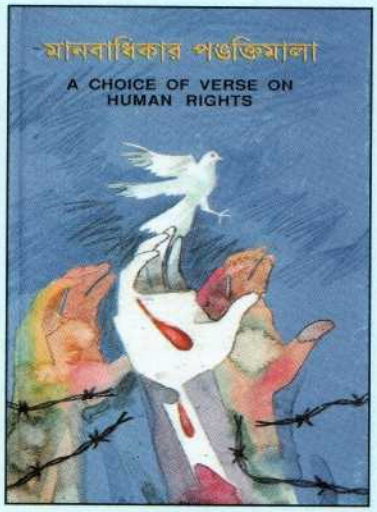

১৯৯৩

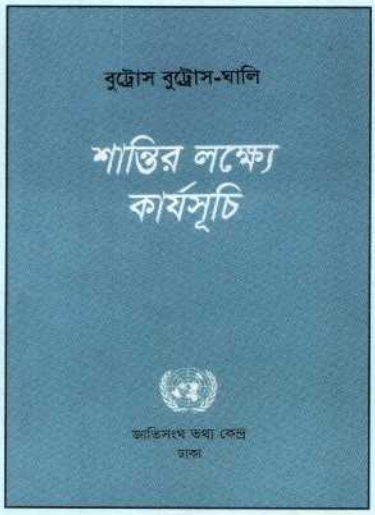

১৯৯৪

১৯৯৫

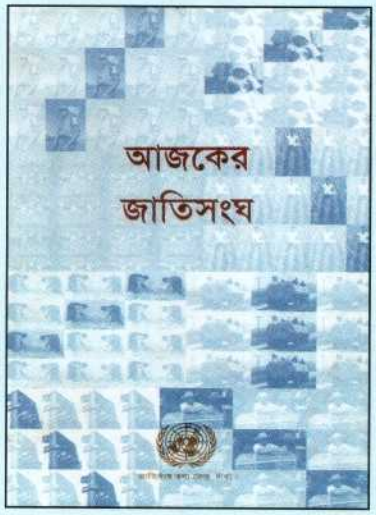

১৯৯৬

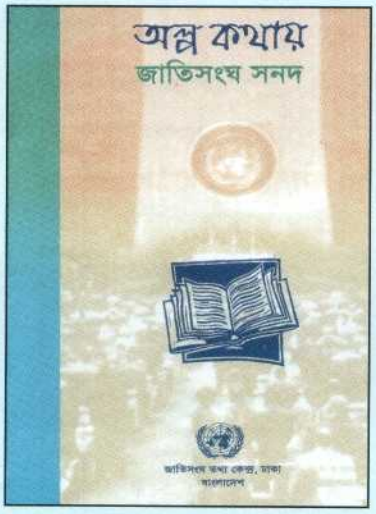

১৯৯৭

১৯৯৮

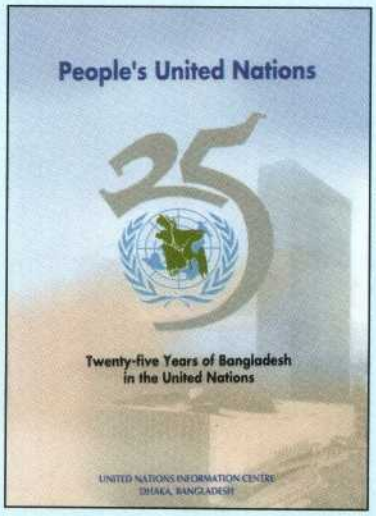

১৯৯৯

২০০০

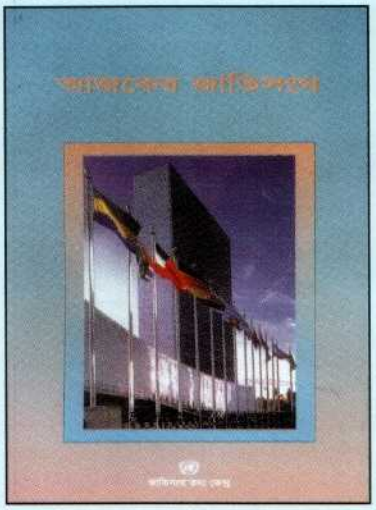

২০০১

২০০২

২০০৩

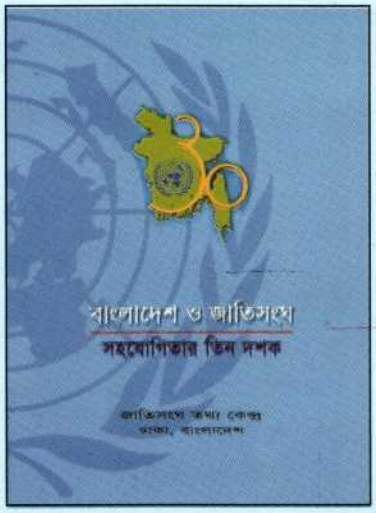

২০০৪

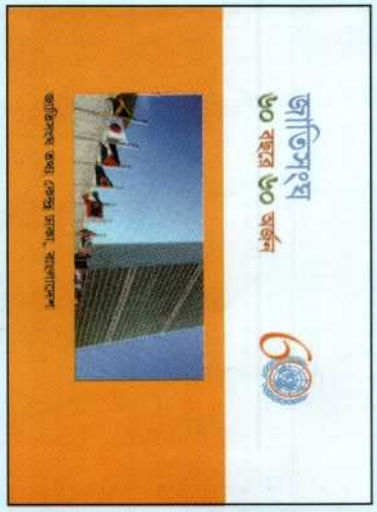

২০০৫

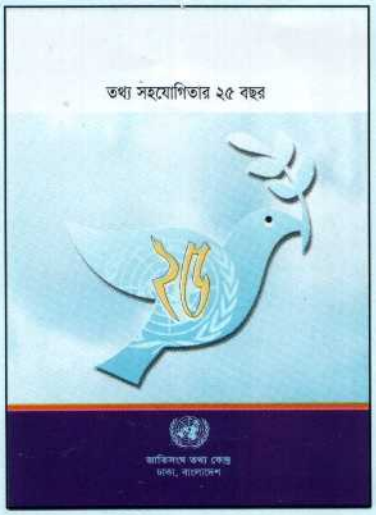

২০০৬